পঞ্চম অধ্যায়

মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের স্থিতিশীলতা ও জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করা হয়। জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪ সময়ে তিন দফায় নীতি সুদহার বৃদ্ধি করে ২৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ থেকে নীতি সুদহার ১০ শতাংশ, এসএলএফ ১১.৫ শতাংশ ও এসডিএফ ৮.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। জুন ২০২৫ শেষে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি হয় ৬.৯৫ শতাংশ এবং রিজার্ভ মুদ্রা হ্রাস পায় ০.১১ শতাংশ। সরকারি ও বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৩.০৯ শতাংশ ও ৬.৪৯ শতাংশে, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম। তবে নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে দাঁড়ায় ৮.৭৪ শতাংশে। মূল্যস্ফীতি জুন ২০২৪ এর ৯.৭২ শতাংশ থেকে জুন ২০২৫ এ ৮.৪৮ শতাংশে নেমে আসে। সাম্প্রতিক সময়ে কল মানি রেট বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাংকসমূহের আমানত ও ঋণের সুদহার উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারভিত্তিক ঋণ বিতরণ ব্যবস্থা, আমানতের নিম্নসীমা প্রত্যাহার, সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির প্রভাবে পলিসি রেট বৃদ্ধি এবং ঋণের সুদহার সীমা অপসারণ - এসব কারণে ঋণ ও আমানত সুদহার বেড়েছে। জুন ২০২৪ শেষে ঋণের ভারিত গড় সুদহার ছিল ১১.৫২ শতাংশ, যা জুন ২০২৫ শেষে বেড়ে দাঁড়ায় ১২.০৮ শতাংশে। একই সময়ে আমানতের ভারিত গড় সুদহার ৫.৪৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬.২৬ শতাংশে পৌঁছায়। দুটি পুঁজি বাজারের মধ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি'র ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০২৪ সালের জুন শেষে ছিল ৫,৩২৮.৪০ পয়েন্ট, যা ৯.২০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে দাঁড়ায় ৪,৮৩৮.৩৯ পয়েন্টে। অন্যদিকে সিএসই এর সার্বিক মূল্য সূচক ২০২৪ সালের জুন শেষে ছিল ১৫,০৬৬.৮১ পয়েন্ট, যা ১০.৮১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে দাঁড়ায় ১৩,৪৩৮.৩৮ পয়েন্টে।

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে প্রণীত মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য ছিল উৎপাদনশীল খাতে ঋণের যোগান নিশ্চিত করা এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের চাপ ও বিনিময় হারের অস্থিতিশীলতা মোকাবিলা করা। এ লক্ষ্যে সংকোচনমূলক নীতি গ্রহণ করে জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪ সময়কালে তিন দফায় নীতি সুদহার বৃদ্ধি করা হয় এবং সর্বশেষ ২৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ থেকে নীতি সুদহার ১০.০ শতাংশ, সুদহার করিডোরের উর্ধ্বসীমা স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) হার ১১.৫০ শতাংশ এবং নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) হার ৮.৫০ শতাংশ কার্যকর করা হয়।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য গৃহীত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির লক্ষ্য ছিল মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল করাসহ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি এবং ক্রমশ বর্ধিষ্ণু নন-পারফর্মিং লোন (NPL) সমস্যার সমাধান করা। একই সঙ্গে ব্যাংক খাতের দীর্ঘদিনের কাঠামোগত সমস্যার সমাধানে সংস্কার কার্যক্রম শুরু করা হয়। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি কৌশলপত্র প্রণয়ন করে এবং তিনটি টাস্কফোর্স গঠন করে, যাদের দায়িত্ব হলো: (১) ব্যাংকসমূহের সম্পদের ব্যাপক পর্যালোচনার মাধ্যমে সংস্কারের ভিত্তি তৈরি, (২) বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে সুশাসন নিশ্চিত করা এবং (৩) দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে চুরি ও পাচার হওয়া সম্পদ দ্রুত পুনরুদ্ধার করা।

মুদ্রানীতিতে জুন ২০২৫ শেষে ব্যাপক মুদ্রা এবং রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৮.৪০ শতাংশ ও ১.০০ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হলেও জুন ২০২৫ শেষে প্রকৃতপক্ষে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৯৫ শতাংশ ও রিজার্ভ মুদ্রা হ্রাস পেয়েছে ০.১১ শতাংশ। একইভাবে উক্ত সময়ে সরকারি ও বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল যথাক্রমে ১৯.৮০ শতাংশ ও ৯.৮০ শতাংশ, কিন্তু প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ১৩.০৯ শতাংশ ও ৬.৪৯ শতাংশ। এছাড়া, নীট বৈদেশিক সম্পদ ও নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৭.৭০ শতাংশ ও ৮.৫০ শতাংশ, কিন্তু প্রকৃত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে যথাক্রমে ৮.৭৪ শতাংশ ও ৬.৬৬ শতাংশ।

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ, ইসরায়েল-গাজা সংঘাত এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষিতে জ্বালানি মূল্যবৃদ্ধি এবং ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতির চাপ বর্তমান উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে বলে প্রতীয়মান হয়। মূল্যস্ফীতির চাপ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক এক বছরেরও বেশি সময় যাবৎ গৃহীত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির অংশ হিসেবে নীতি সুদহার বৃদ্ধি করার পাশাপাশি ডিভল্বমেন্ট (Devolvement) বন্ধ রেখেছে। উল্লেখ্য, গৃহীত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির প্রভাবে মূল্যস্ফীতি ইতোমধ্যে হ্রাস পেতে শুরু করেছে এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি জুন ২০২৪ এর ৯.৭২ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে জুন ২০২৫ শেষে ৮.৪৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির ধারাবাহিকতায় পরবর্তী মাসগুলোতে মূল্যস্ফীতি আরও হ্রাস পাবে মর্মে আশা করা যায়।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে বছরভিত্তিতে (year-on-year) ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money) এবং সংকীর্ণ মুদ্রার (Narrow Money) প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬.৯৫ শতাংশ এবং ১.৮৪ শতাংশ। অন্যদিকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money) হ্রাস পেয়েছে ০.১১ শতাংশ। সারণি ৫.১ এ মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা দেখানো হলো।

সারণি ৫.১: মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

(সময় শেষে বছর ভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

সূচক	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
সংকীর্ণ মুদ্রা	১৪.৪৯	১৩.৩২	১৫.৪৯	১.৮৪	১.৮৪
ব্যাপক মুদ্রা	১৩.৬২	৯.৪৩	১০.৪৮	৭.৭৪	৬.৯৫
রিজার্ভ মুদ্রা	২২.৩৫	-০.২৬	১০.৪৯	৭.৮৪	-০.১১

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)

সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ন্যায় ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষেও ১.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে এম১-এর উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) এবং তলবি আমানত যথাক্রমে ২.০৭ শতাংশ ও ১.৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে তা যথাক্রমে ০.৫১ শতাংশ হ্রাস এবং ৫.২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ব্যাপক মুদ্রা (এম২)

ব্যাপক মুদ্রার (এম২) স্থিতি জুন ২০২৫ শেষে ২১,৭৪,৬২১.৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০২৪ শেষে ছিল ২০,৩৩,২৩৪.০ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে এম২ এর প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.৯৫ শতাংশ, যা জুন ২০২৪ শেষে ছিল ৭.৭৪ শতাংশ। জুন ২০২৫ শেষে মেয়াদি আমানতের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮.৬২ শতাংশ, যা জুন ২০২৪ শেষে ছিল ৯.৮২ শতাংশ। সারণি ৫.২-এ এম২-এর উপাদানভিত্তিক তুলনা এবং লেখচিত্র ৫.১ ও ৫.২-এ যথাক্রমে এম২ পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানসমূহের গতিধারা ও উপাদানভিত্তিক শতকরা অবদান দেখানো হলো।

লেখচিত্র ৫.১: ব্যাপক মুদ্রার উপাদানসমূহের গতিধারা
(বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

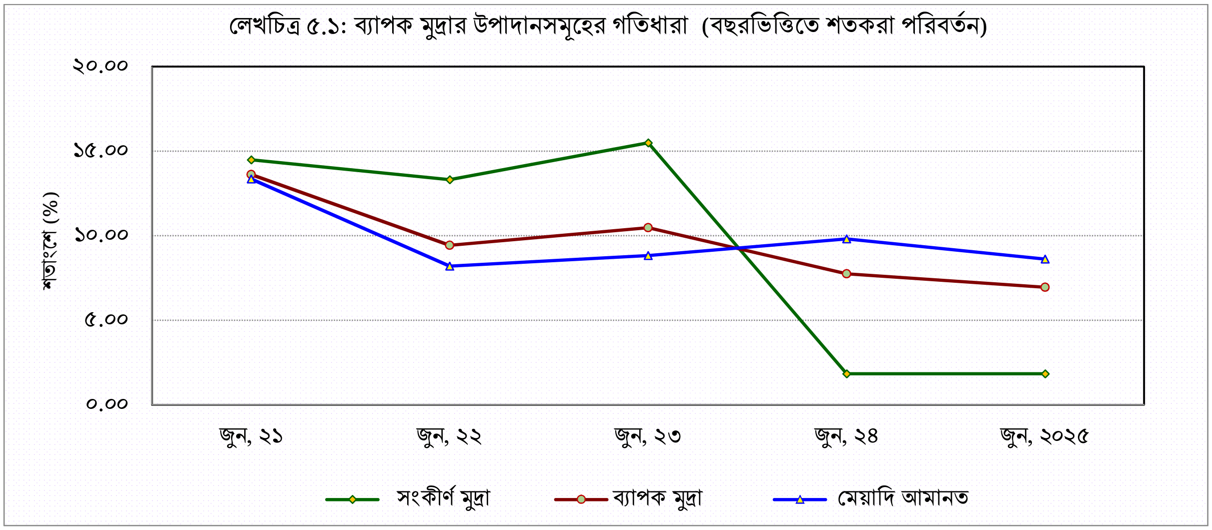

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.২: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

সূচক	জুন, ২০২১	জুন, ২০২২	জুন, ২০২৩	জুন, ২০২৪	জুন, ২০২৫
সময় শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)					
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৮২৩৩৭.৫	৩৬৪২৯৮.৮	৩১৬৭২৮.৩	২৯১১২৯.০	৩১৬৫৬৪.১
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১১৭৮৫৫৭.৮	১৩৪৩৮২৩.৪	১৫৭০৪৩৯.৮	১৭৪২১০৫.০	১৮৫৮০৫৭.৬
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ[১/]	১৪৩৯৮৯৯.০	১৬৭১৭৪৯.১	১৯২৬৭৭০.৭	২১১৫৫২৪.৯	২২৮৪০৩৭.০
১) সরকারি খাত (নিট)	২২১০২৫.৯	২৮৩৩১৪.৬	৩৮৭৩৪৯.৮	৪২৪৮৭৭.১	৪৮৭৮৭৩.১
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	৩০০১৭.৮	৩৭১৯৮.৯	৪৫১৬৪.৭	৪৯৪১৯.১	৪৮৪৮৮.৩
৩) বেসরকারি খাত	১১৮৮৮৫৫.৩	১৩৫১২৩৫.৬	১৪৯৪২৫৬.২	১৬৪১২২৮.৭	১৭৪৭৬৭৫.৬
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-২৬১৩৪১.২	-৩২৭৯২৫.৭	-৩৫৬৩৩০.৯	-৩৭৩৪১৯.৯	-৪২৫৯৭৯.৪
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)	৩৭৫৮২৮.৭	৪২৫৯০৪.৭	৪৯১৮৮৭.৯	৫০০৯২৬.৮	৫১০১৬৭.০
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	২০৯৫১৭.৭	২৩৬৪৪৮.৯	২৯১৯১৩.৫	২৯০৪৩৬.৫	২৯৬৪৫১.৯
খ) তলবি আমানত[২/]	১৬৬৩১১.০	১৮৯৪৫৫.৮	১৯৯৯৭৪.৪	২১০৪৯০.৩	২১৩৭১৫.১
৪. মেয়াদি আমানত	১১৮৫০৬৬.৬	১২৮২২১৭.৫	১৩৯৫২৮০.২	১৫৩২৩০৭.২	১৬৬৪৪৫৪.৭
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২){(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	১৫৬০৮৯৫.৩	১৭০৮১২২.২	১৮৮৭১৬৮.১	২০৩৩২৩৪.০	২১৭৪৬২১.৭
শতকরা পরিবর্তন (%)					
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৮.৫৯	-৪.৭২	-১৩.০৬	-৮.০৮	৮.৭৪
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৯.৪৯	১৪.০২	১৬.৮৬	১০.৯৩	৬.৬৬
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ	১০.১১	১৬.১০	১৫.২৫	৯.৮০	৭.৯৭
১) সরকারি খাত (নিট)	২২.০১	২৮.১৮	৩৬.৭২	৯.৬৯	১৪.৮৩
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	২.৭৫	২৩.৯২	২১.৪১	৯.৪২	-১.৮৮
৩) বেসরকারি খাত	৮.৩৫	১৩.৬৬	১০.৫৮	৯.৮৪	৬.৪৯
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১৩.০২	-২৫.৪৮	-৮.৬৬	-৪.৮০	-১৪.০৮
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)	১৪.৪৯	১৩.৩২	১৫.৪৯	১.৮৪	১.৮৪
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	৯.০৬	১২.৮৫	২৩.৪৬	-০.৫১	২.০৭
খ) তলবি আমানত	২২.১৫	১৩.৯২	৫.৫৫	৫.২৬	১.৫৩
৪. মেয়াদি আমানত	১৩.৩৫	৮.২০	৮.৮২	৯.৮২	৮.৬২
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২) {(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	১৩.৬২	৯.৪৩	১০.৪৮	৭.৭৪	৬.৯৫

নোট: ১/ ক্রমপুঞ্জিভূত সুদ অন্তর্ভুক্ত, ২/ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি এজেন্সিগুলোর আমানত অন্তর্ভুক্ত।
উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৫.২: ব্যাপক মুদ্রার উপাদানভিত্তিক বিভাজন

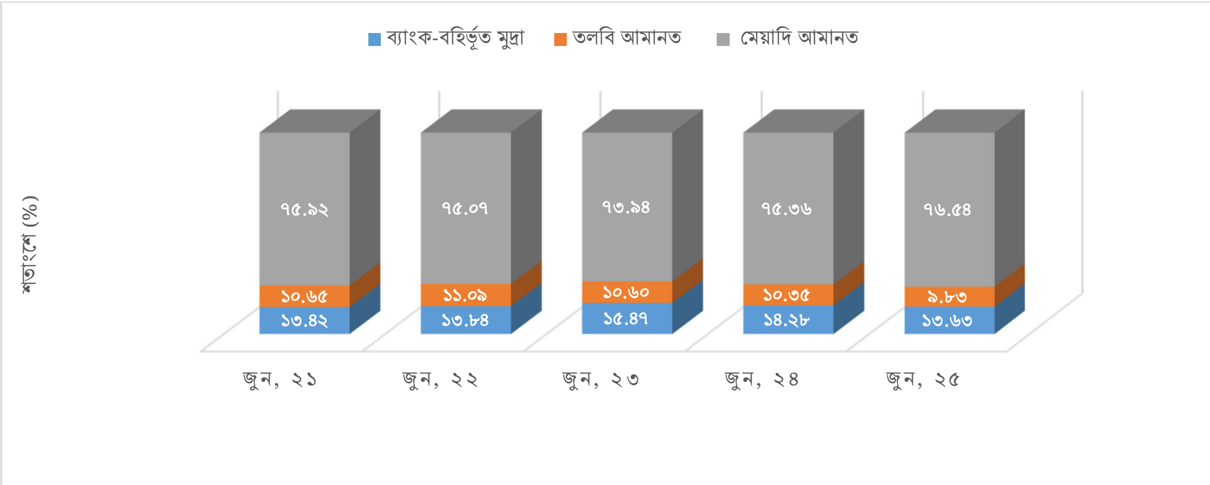

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরী ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.৯৭ শতাংশে, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছর শেষে ছিল ৯.৮০ শতাংশ। জুন ২০২৫ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.৪৯ শতাংশে, যা জুন ২০২৪ শেষের ৯.৮৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধির চেয়ে অনেক কম। একই সময়ে সরকারি খাতে (নিট) ঋণ ১৪.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের ৯.৬৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি। ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে সরকারি খাতে (নিট) ঋণ এবং বেসরকরি খাতে ঋণের অংশ যথাক্রমে ২১.৩৬ শতাংশ ও ৭৬.৫২ শতাংশ।

রিজার্ভ মুদ্রা

২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে রিজার্ভ মুদ্রার স্থিতি দাঁড়ায় ৪,১৩,১৭৯.০ কোটি টাকায়, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছর শেষে ছিল ৪,১৩,৬৪৭.০ কোটি টাকা। জুন ২০২৫ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ০.১১ শতাংশ হ্রাস পায়, যেখানে জুন ২০২৪ শেষে তা ৭.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। উৎসভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, জুন ২০২৫ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ১৯.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা জুন ২০২৪ শেষে ১৪.৫১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। সারণি ৫.৩-এ রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ এবং সারণি ৫.৪-এ রিজার্ভ মুদ্রার উৎসভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো।

সারণি ৫.৩: রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন, ২০২১	জুন, ২০২২	জুন, ২০২৩	জুন, ২০২৪	জুন, ২০২৫
সময় শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)					
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	২২৬৮৮৮.৩	২৫৬১৮২.৮	৩১১৯৪৭.৮	৩২০৩০৮.৯	৩২৬৬৯৬.৬
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	১২০৫৯৭	৯০৩৮২.৯	৭০৯৬৭.৩	৯২৭৬৫.১	৮৫৮৭৭.২
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৫৮৬.৫	৫৯৬.৪	৬৭০.১	৫৭৩	৬০৫.২
৪. রিজার্ভ মুদ্রা (১+২+৩)	৩৪৮০৭১.৮	৩৪৭১৬২.১	৩৮৩৫৮৫.২	৪১৩৬৪৭.০	৪১৩১৭৯.০
শতকরা পরিবর্তন (%)					
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	৯.০৩	১২.৯১	২১.৭৭	২.৬৮	১.৯৯
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৫৯.১৭	-২৫.০৫	-২১.৪৮	৩০.৭২	-৭.৪৩
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	-৫.৫৬	১.৬৯	১২.৩৬	-১৪.৪৯	৫.৬২
৪. রিজার্ভ মুদ্রা	২২.৩৫	-০.২৬	১০.৪৯	৭.৮৪	-০.১১

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণি ৫.৪: রিজার্ভ মুদ্রার উৎস

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন, ২০২১	জুন, ২০২২	জুন, ২০২৩	জুন, ২০২৪	জুন, ২০২৫
সময় শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)					
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৬৬৯১৭.৩	৩৪৭৭৫৭.৭	২৮৭৪৯৭.৫	২৪৫৭৮০.৭	২৯৩৯১৭.৮
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-১৮৮৪৫.৫	-৫৯৫.৬	৯৬০৮৭.৭	১৬৭৮৬৬.৩	১১৯২৬১.২
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা	৪৫২৯৪.৬	৮০৩৭৫.৪	২৩০৫০৪.০	৩২৯০৩৮.০	৩১৮৬৭৮.০
ক.১. সরকারের নিকট	১৭২৮৫.৫	৫৪৯৩০.০	১৫৭৪১১.৯	১৪৫৯৩২.২	৮৫৪২৬.৮
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	৩২১৮.১	৩৪৩৫.৬	৩৮৯৩.৪	৪২০৮.৫	৭১৫৭.৫
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	১৮৯৫২.৩	১৬০৭৩.৯	৬১৮৪৭.২	১৭০১১৫.৪	২১৬৮১৭.৫
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানত গ্রহণকারী সংস্থার নিকট	৫৮৩৮.৭	৫৯৩৫.৯	৭৩৫১.৫	৮৭৮১.৯	৯২৭৬.২
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৬৪১৪০.১	-৮০৯৭১.০	-১৩৪৪১৬.৩	-১৬১১৭১.৭	-১৯৯৪১৬.৮
৩. রিজার্ভ মুদ্রা (১+২)	৩৪৮০৭১.৮	৩৪৭১৬২.১	৩৮৩৫৮৫.২	৪১৩৬৪৭.০	৪১৩১৭৯.০
শতকরা পরিবর্তন (%)					
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৮.২৭	-৫.২২	-১৭.৩৩	-১৪.৫১	১৯.৫৯
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১১০৯.৯৮	-৯৬.৮৪	-১৬২৩২.৯২	৭৪.৭০	-২৮.৯৫
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা	-২৮.৯৮	৭৭.৪৫	১৮৬.৭৮	৪২.৭৫	-৩.১৫
ক.১. সরকারের নিকট	-৫৮.৯৬	২১৭.৭৮	১৮৬.৫৭	-৭.২৯	-৪১.৪৬
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	২৬.১১	৬.৭৬	১৩.৩৩	৮.০৯	৭০.০৭
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	৩৭.৬৯	-১৫.১৯	২৮৪.৭৭	১৭৫.০৬	২৭.৪৫
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার নিকট	৯.২৯	১.৬৬	২৩.৮৫	১৯.৪৬	৫.৬৩
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	১.৮৩	-২৬.২৪	-৬৬.০১	-১৯.৯০	-২৩.৭৩
৩. রিজার্ভ মুদ্রা	২২.৩৫	-০.২৬	১০.৪৯	৭.৮৪	-০.১১

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে সরকারের নিকট (নিট) পাওনা ৪১.৪৬ শতাংশ হ্রাস পায়, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছর শেষে ৭.২৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট পাওনা ২৭.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৭৫.০৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মুদ্রা গুণক (Money Multiplier)

২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি হওয়ায় মুদ্রা গুণক জুন ২০২৪ শেষের ৪.৯১৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২৫ শেষে দাঁড়ায় ৫.২৬ এ। জুন ২০২৫ শেষে রিজার্ভ-আমানত অনুপাত (reserve-deposit ratio) এবং মুদ্রা-আমানত অনুপাত (currency-deposit ratio) দাঁড়ায় যথাক্রমে ০.০৬২ ও ০.১৫৮।

মুদ্রার আয় গতি (Income Velocity of Money)

মুদ্রার আয় গতি বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে দাঁড়ায় ২.৫৫ শতাংশে, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছর শেষে ছিল ২.৪৬ শতাংশ। সারণি ৫.৫ এবং লেখচিত্র ৫.৩-এ যথাক্রমে মুদ্রার আয় গতি ও জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা দেখানো হলো।

সারণি ৫.৫: মুদ্রার আয় গতি (বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)#	ব্যাপক মুদ্রা (M_2) (জুন শেষে)	মুদ্রার আয় গতি (GDP/M_2)	জিডিপি'র শতকরা হিসাবে ব্যাপক মুদ্রা
২০১৫-১৬	২০৭৫৮.২	৯১৬৩.৮	২.২৭	৪৪.১৫
২০১৬-১৭	২৩২৪৩.১	১০১৬০.৮	২.২৯	৪৩.৭২
২০১৭-১৮	২৬৩৯২.৫	১১০৯৯.৮	২.৩৮	৪২.০৬
২০১৮-১৯	২৯৫১৪.৩	১২১৯৬.১	২.৪২	৪১.৩২
২০১৯-২০	৩১৭০৪.৭	১৩৭৩৭.৪	২.৩১	৪৩.৩৩
২০২০-২১	৩৫৩০১.৮	১৫৬০৯.০	২.২৬	৪৪.২২
২০২১-২২	৩৯৭১৭.২	১৭০৮১.২	২.৩৩	৪৩.০১
২০২২-২৩	৪৪৯০৮.৪	১৮৮৭১.৭	২.৩৮	৪২.০২
২০২৩-২৪	৫০০২৬.৫	২০৩৩২.৩	২.৪৬	৪০.৬৪
২০২৪-২৫সা	৫৫৫২৭.৫	২১৭৪৬.২	২.৫৫	৩৯.১৬

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিবিএস, #= (ভিত্তি: ২০১৫-১৬), সা =সাময়িক তথ্য জুন'২৫ শেষে

লেখচিত্র ৫.৩: জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা

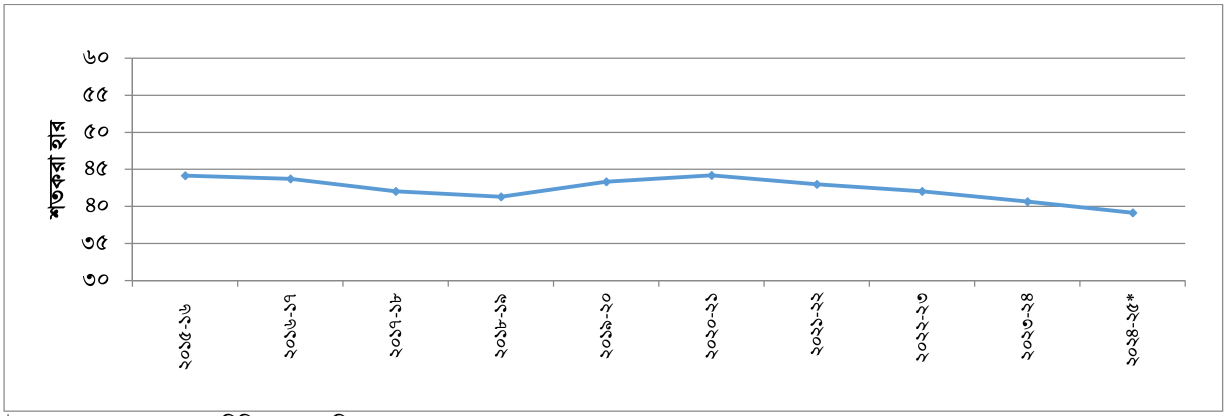

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিবিএস। *সাময়িক তথ্য জুন'২৫ শেষে

সুদহার পরিস্থিতি

সাম্প্রতিক সময়ে স্বল্প মেয়াদি সুদহার (কল মানি রেট) বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাংকসমূহের আমানত ও ঋণের সুদহার উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঋণ বিতরণে প্রতিযোগিতামূলক বাজারভিত্তিক সুদহার ব্যবস্থা কার্যকর থাকায় ঋণের সুদহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমানতের নিম্নসীমা প্রত্যাহার করে স্বীয় বিবেচনায় সুদহার নির্ধারণ করায় আমানতের সুদহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে চলমান সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির কারণে পলিসি রেট বৃদ্ধিসহ ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাপক তারল্য চাপ অব্যাহত থাকা এবং ঋণের সুদহার সীমা অপসারণ (মে ২০২৪ শেষে) করায় ঋণের সুদহার বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়।

মূলত মে ২০২৪ পরবর্তী সময়ে ঋণ এবং আমানত সুদহারে উর্ধ্বগামী ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ঋণের ভারিত গড় সুদহার জুন ২০২৪ শেষের ১১.৫২ শতাংশ থেকে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২৫ শেষে ১২.০৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই সাথে, ভারিত গড় আমানত সুদহার জুন ২০২৪ শেষের ৫.৪৯ শতাংশ থেকে ধারাবাহিক বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২৫ শেষে ৬.২৬ শতাংশে পৌঁছায়। জুন ২০২৩ থেকে জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত মাসভিত্তিক ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদহার এবং সুদহার বিস্তৃতি (spread) লেখচিত্র ৫.৪-এ দেখানো হলো।

লেখচিত্র ৫.৪: ভারিত গড় ঋণ ও আমানত সুদ হারের গতিধারা

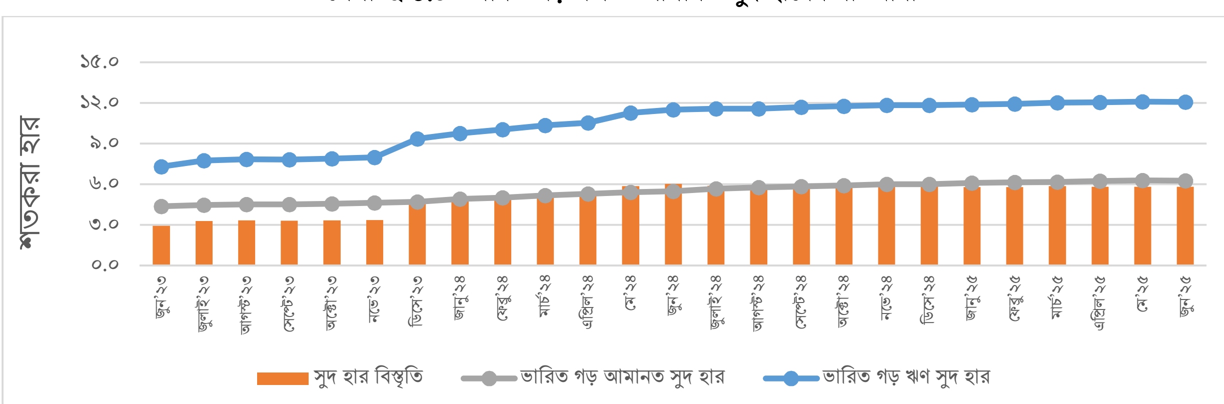

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের আর্থিক বাজার মূলত ব্যাংক, ব্যাংক বহির্ভূত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজিবাজার নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন।

ব্যাংকিং খাত

জুন ২০২৫ এর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৬১টি তফসিলি ব্যাংক রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ৬টি রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৪৩টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এছাড়া, তফসিলভুক্ত নয় এমন ৫টি ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংকগুলো হলো আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, জুবিলী ব্যাংক এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। জুন ২০২৫ শেষে ব্যাংকের ধরন অনুযায়ী তফসিলভুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো এবং মার্চ ২০২৫ শেষে সম্পদের শতকরা অংশ ও মোট আমানতের শতকরা অংশ সারণি ৫.৬ এ সন্নিবেশিত করা হলো।

সারণি ৫.৬: বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা				মোট সম্পদের শতকরা অংশ*	মোট আমানতের শতকরা অংশ*
		শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	ওভারসিজ	মোট		
১। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬	১৮০১	২০৪২	৬	৩৮৪৯	২২.৯৪	২৩.৭৪
২। বিশেষায়িত ব্যাংক	৩	৩১৪	১২২৯	০	১৫৪৩	২.৩৪	২.৮৮
৩। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪৩	৩৯২৭	১৯৯৬	১	৫৮৫৯	৬৯.৭০	৬৮.৯৮
৪। বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৯	৬২	১	০	৬৩	৫.০২	৪.৪০
মোট	৬১	৬১০৪	৫২৬৮	০৭	১১৩০৬	১০০	১০০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, *মার্চ ২০২৫ শেষে।

জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৬১টি তফসিলি ব্যাংক ১১,৩০৬টি শাখার মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। মোট ব্যাংক শাখার মধ্যে শহর, গ্রামাঞ্চলে এবং বিদেশে অবস্থিত শাখার সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ৬,১০৪টি (শতকরা ৫৩.৯৯ ভাগ) ও ৫,২৬৮টি (শতকরা ৪৬.৫৯ ভাগ) এবং ০৭টি (শতকরা ০.০৬ ভাগ)। পর্যালোচনায় দেখা যায়, রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর শাখার মধ্যে ১,৮০১টি (শতকরা ৪৬.৮৯ ভাগ) শহরাঞ্চলে ও ২,০৪২টি (শতকরা ৫৩.১৬ ভাগ) গ্রামাঞ্চলে এবং ০৬টি (শতকরা ০.১৬ ভাগ) বিদেশে অবস্থিত, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখাসমূহের মধ্যে ৩,৯২৭টি (শতকরা ৬৭.০৩ ভাগ) শহরাঞ্চলে, ১,৯৯৬টি (শতকরা ৩৪.০৭ ভাগ) গ্রামাঞ্চলে এবং ০১টি (শতকরা ০.০১৭ ভাগ) বিদেশে অবস্থিত, বিশেষায়িত ব্যাংকের শাখাসমূহের মধ্যে ৩১৪টি (শতকরা ২০.৩৫ ভাগ) শহরাঞ্চলে ও ১,২২৯টি (শতকরা ৭৯.৬৫ ভাগ) গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর ৬২টি শাখা শহরাঞ্চলে ও ০১টি শাখা গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ব্যাংক ব্যবস্থার মোট সম্পদের ৬৯.৭০ শতাংশ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের, ২২.৯৪ শতাংশ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের, ২.৩৪ শতাংশ বিশেষায়িত ব্যাংকের এবং ৫.০২ শতাংশ বিদেশি ব্যাংকের অন্তর্গত। একই সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থার মোট আমানতের ৬৮.৯৮ শতাংশ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে, ২৩.৭৪ শতাংশ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকে, ২.৮৮ শতাংশ বিশেষায়িত ব্যাংকে এবং ৪.৪০ শতাংশ বিদেশি ব্যাংকে রক্ষিত রয়েছে।

ব্যাংকিং খাতে সংস্কার

ব্যাংক-কোম্পানীর বিদ্যমান পরিচালনা পর্ষদ বাতিলকরণ এবং নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠন

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের নীতি নির্ধারণী দুর্বলতার কারণে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার অবনতি, ব্যাংকিং সুশাসন ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার মাধ্যমে ব্যাংক-কোম্পানী এবং আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে পর্ষদ সম্পৃক্ত থাকার দায়ে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০২৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৪৭ (১) এবং ৪৮(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা ও জনস্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আগস্ট ২০২৪ হতে এপ্রিল ২০২৫ এর মধ্যে ১৫টি ব্যাংকের বিদ্যমান পরিচালনা পর্ষদ বাতিলের আদেশ প্রদান করা হয়।

ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উল্লিখিত ১৫টি ব্যাংকের মধ্যে ১৪টি ব্যাংকের বিদ্যমান পরিচালনা পর্ষদ বাতিলের একই তারিখে নতুনভাবে পরিচালনা পর্ষদ গঠনের নিমিত্তে সর্বনিম্ন ০৫ জন এবং সর্বোচ্চ ০৭ জন যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে পরিচালক/স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ প্রদান করা হয়। তাছাড়া ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৭(৩) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আইসিবি ইসলামী ব্যাংকের বিদ্যমান পরিচালনা পর্ষদ বাতিলের একই তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পর্ষদের যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের জন্য ১ জন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়। ব্যাংকসমূহে সুশাসন পুনরুদ্ধার এবং সঠিকভাবে ব্যাংক পরিচালনা নিশ্চিত করার নিমিত্ত বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতের সংস্কারের অংশ হিসাবে এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হয়।

ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ফাইন্যান্স কোম্পানি

মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৩৫টি ফাইন্যান্স কোম্পানি সর্বমোট ২৬৯টি শাখার মাধ্যমে দেশের ৪০টি জেলায় আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শাখাসমূহের মধ্যে ৭৪টি শাখা ঢাকা জেলায় এবং অবশিষ্ট ১৯৫টি শাখা অন্যান্য ৩৯টি জেলায় অবস্থিত। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ১৩,৪৬১.৯২ কোটি টাকা, তন্মধ্যে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৯,২১৩.৩৮ কোটি টাকা। আলোচ্য সময়ে ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের ঋণাত্বক শেয়ার হোল্ডার'স ইক্যুইটির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২,২৫৭.৯৫ কোটি টাকা, মোট সম্পদ ১,০২,২৩৩.৪৭ কোটি টাকা এবং মোট আমানতের পরিমাণ ৫১,৩৯৩.৪৩ কোটি টাকা। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের মোট বিতরণকৃত ঋণ/লিজের পরিমাণ ৭৬,৯৮৭.৮৭ কোটি টাকা, যার মধ্যে মোট শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ২৭,১৮৯.৮৬ কোটি টাকা, যা মোট ঋণ/লিজের ৩৫.৩২ শতাংশ।

ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- ফাইন্যান্স কোম্পনিসমূহের ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ ও আমানতের সুদ/মুনাফার হার সম্পূর্ণরূপে বাজারভিত্তিক করার লক্ষ্যে SMART (Six-Months Moving Average Rate of Treasury Bill) ভিত্তিক সুদহার ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে ঋণের চাহিদা ও ঋণযোগ্য তহবিলের যোগানের ভিত্তিতে ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ ও আমানতের সুদ/মুনাফার হার নির্ধারণের জন্য ফাইন্যান্স কোম্পনিসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- কোম্পানিসমূহ নিজস্ব মূল্যায়নের ভিত্তিতে ঋণ/লীজের মানোন্নয়ন করে থাকে। তবে এক্ষেত্রে বস্তুগত মাপকাঠিতে শ্রেণিকরণযোগ্য ঋণ/লীজ নিয়মিত ঋণ/লীজ হিসেবে প্রদর্শন না করে নিজস্ব বিবেচনায় কেবলমাত্র গুণগত মাপকাঠিতে বিরূপমানে শ্রেণিকৃত ঋণ/লীজের মানোন্নয়নের জন্য ফাইন্যান্স কোম্পনিসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানে (CMSME) বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ এবং এ খাতে ঋণ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফাইন্যান্স কোম্পনিসমূহের জন্য CMSME খাতে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে রক্ষিতব্য সংস্থানের হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে;
- কোম্পানির পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে স্নাতক ডিগ্রি নির্ধারণসহ বিকল্প পরিচালক ও মনোনীত বা প্রতিনিধি পরিচালক নিয়োগের যোগ্যতা ও উপযুক্ততার নীতিমালা জারি করা হয়েছে;
- ফাইন্যান্স কোম্পানিতে স্বচ্ছ ইমেজের দক্ষ ব্যক্তিবর্গকে স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিযুক্তির লক্ষ্যে ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৫ ও ১৭ এবং ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০২/২০২৪ এ বর্ণিত যোগ্যতা ও উপযুক্ততার নির্ধারিত মানদন্ডের ভিত্তিতে যাচাই বাছাই শেষে স্বতন্ত্র পরিচালকের প্যানেল প্রস্তুতকরণ ও উক্ত প্যানেল হতে স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ প্রদান সংক্রান্ত সার্কুলার লেটার জারি করা হয়েছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion)

দেশের টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক সেবা বঞ্চিত ও তৃণমূল পর্যায়ের জনসাধারণকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহ সংযোজনী ৫.১ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সংস্কার

দেশের আর্থিক খাতকে অধিকতর সুসংহত করার মাধ্যমে স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ)-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ০১ জুলাই ২০১৫ হতে ৩১ মার্চ ২০২১ মেয়াদে 'ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)' বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA)-এর সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়িত Financial Sector Support Project (FSSP)-এর আওতায় Long Term Financing Facility (LTFF)-এর সফল বাস্তবায়নের পর বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের বেসরকারি খাত, বিশেষ করে রপ্তানিমুখী উৎপাদনশীল শিল্পে অনুরূপ দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য যে, LTFF কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ২৭৩.৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল এবং ৩০ জুন ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত LTFF কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণ হতে ২০৫.৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আদায় হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর

পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে উক্ত LTFF এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের (বাংলাদেশ ব্যাংক এর অংশ ব্যতীত) বিপরীতে প্রাপ্ত কিস্তি দিয়ে BB-LTFF এর তহবিল গঠন করা হয়েছে এবং LTFF হতে ভবিষ্যতে প্রাপ্য কিস্তিসমূহ এই তহবিলে যোগ হবে। BB-LTFF-এ অংশগ্রহণের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ২৯টি বাণিজ্যিক ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি (PFI) স্বাক্ষর করেছে। উল্লেখ্য, জুন ২০২৫ পর্যন্ত BB-LTFF তহবিল থেকে ৪.৯১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট II (FSSP-II) শিরোনামে ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর একটি প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত FSSP-II এর Project Preparation Advance (PPA) হিসেবে ৬.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার গ্রহণের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং ECNEC এর ২০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখের অনুষ্ঠিত সভায় PPA এর TAPP অনুমোদিত হয়েছে।

ব্যাংকিং খাত সংস্কার কর্মসূচিকে সামনে রেখে Asian Development Bank (ADB) এর নিকট থেকে Policy Based Loan (PBL) এর আওতায় ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সহায়তা গ্রহণ বিষয়ক কার্যক্রম এপ্রিল ২০২৪ থেকে চলমান রয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় ৩টি রিফর্ম এরিয়ার মাধ্যমে ৩টি সাব-প্রোগ্রামের (Sub Program 1,2,3) আওতায় ২০২৫-২৮ মেয়াদে পলিসিসমূহ বাস্তবায়িত হবে। আলোচ্য PBL এর Sub Program-1 এর আওতায় ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত Loan Agreement বিগত ২০/০৬/২০২৫ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২৬/০৬/২০২৫ তারিখে বাজেট সাপোর্ট হিসেবে ADB এর নিকট হতে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট এন্ড স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট আলোচ্য প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে কাজ করছে।

আইনগত সংস্কার

- বিগত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের গঠন এবং পরিচালকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০২ জারি করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলার অনুযায়ী পরিচালকদের ন্যূনতম বয়স হতে হবে ৩০ বছর; ১৮ বছর বয়সের আগে কোন অভিজ্ঞতা দেখালে তা গ্রহণযোগ্য হবে না; ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি এবং উক্তরূপ কোম্পানিসমূহে কোনো সাধারণ পরিচালক থাকতে পারবেন না, ইত্যাদিসহ শৃঙ্খলা ও সুশাসন সম্পর্কিত আরও কতিপয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- বিগত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক-কোম্পানীতে স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ এবং তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সম্মানি সম্পর্কিত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৩ জারি করা হয়েছে, যেখানে স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিযুক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসায়িক বা পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যূনতম বয়স ৪৫ বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স ৭৫ বছর হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- বিগত ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০১ এর মাধ্যমে ব্যাংক-কোম্পানীর কোনো পরিচালক বিদেশে অন্যূন ৩ (তিন) মাস মেয়াদে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানজনিত অনুপস্থিতির কারণে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০২/২০২৪ এ বর্ণিত যথাযথ নির্দেশনা অনুসরণ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক বিকল্প পরিচালক নিয়োগ দিতে পারবেন মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়;
- বিগত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক-কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ/নিযুক্তি এবং তাঁর দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত নীতিমালা বিষয়ক বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫ জারি করা হয়। উক্ত সার্কুলার অনুযায়ী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাংকিং পেশায় সক্রিয় কর্মকর্তা হিসেবে কমপক্ষে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা, ন্যূনতম বয়স হতে হবে ৪৫ বছর এবং সর্বোচ্চ ৬৫ বছর এবং নিয়োগের মেয়াদ হবে সাধারণভাবে ৩ বছর;
- বিগত ৩ মার্চ ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে নিয়োগ/নিযুক্তির পূর্বে যোগ্যতা ও উপযুক্ততা মূল্যায়ন বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কমিটি সম্পর্কিত বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১২ জারি করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলার অনুযায়ী বাংলাদেশ

ব্যাংক কর্তৃক গঠিত কমিটি ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের যোগ্যতা, উপযুক্ততা, দায়িত্বের প্রতি অঙ্গীকার, অভিজ্ঞতা, বয়স ও নেতৃত্বের গুণাবলীর বিষয়াদি কমিটি কর্তৃক যাচাই করবে এবং তাঁর নিযুক্তি বা পুনঃনিযুক্তির অনুমোদন প্রদান করবে;

- ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও পর্ষদের সহায়ক কমিটিসমূহের সভাসমূহ অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে হাইব্রিড পদ্ধতিতে সভায় অংশগ্রহণ রহিতক্রমে শারীরিক উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৪৩ এর মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- ব্যাংক-কোম্পানীর তহবিলের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং আমানতকারীদের আস্থা অর্জন ও বজায় রাখতে, ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে লেনদেন স্পষ্ট নীতির অধীনে স্বচ্ছতার সাথে পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ৮ মে ২০২৫ তারিখে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে লেনদেন সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করেছে। এ সার্কুলারের মাধ্যমে উল্লিখিত সংশোধনীগুলি এবং ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে লেনদেন সম্পর্কিত বিধিবিধান সঠিকভাবে অনুসরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০২৩ এ দুর্বল ব্যাংক কোম্পানীর পুনরুদ্ধার, পুনর্গঠন, বিশেষ ব্যবস্থা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ধারা ৭৭ক এর আওতায় ০৪ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮ এর মাধ্যমে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ও বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংক কোম্পানীগুলোর একত্রীকরণের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিমালার আওতায় (ক) এক বা একাধিক ব্যাংক-কোম্পানী অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর সাথে একীভূত হতে পারবে; (খ) কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানী অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর সাথে একীভূত হতে পারবে; (গ) আপস-মীমাংসা/সমঝোতা বা বিশেষ ব্যবস্থা/বন্দোবস্তের অধীনে কোনো ব্যাংক-কোম্পানী অন্য কোনো ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানির নির্দিষ্ট শাখা অধিগ্রহণ, দুইটি অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শাখার অদল-বদল, ব্যবসা স্থানান্তর এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ করতে পারবে; (ঘ) বিদেশি ব্যাংকের শাখার ক্ষেত্রে একত্রীকরণ তার প্যারেন্ট/মূল ব্যাংকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে। এতদ্ব্যতীত ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৭৭ক ধারার আওতায় বাংলাদেশে ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত Prompt Corrective Action (PCA) Framework শীর্ষক সার্কুলার অনুযায়ী কোনো ব্যাংক মূলধন ও তারল্য ঘাটতি, উচ্চ মাত্রার খেলাপী ঋণ, সুশাসনের ঘাটতি এবং সর্বোপরি আমানতকারীগণের জন্য ক্ষতিকর কার্যকলাপের কারণে PCA Framework এর আওতাভুক্ত হলে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত/নির্দেশিত বিধিনিষেধ অনুসরণ করতে হবে;
- বাংলাদেশ ব্যাংক ০১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে Identification of Ultimate Beneficial Owners and Disclosure of Ownership Structure of Banks সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করেছে, যার উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকগুলোর মালিকানার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা এবং সকল তফসিলি ব্যাংকের মালিকানায় চূড়ান্ত সুবিধাভোগীদের শনাক্তকরণ ও যাচাই সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করা। Ultimate Beneficial Owner (UBO) বলতে সেই স্বাভাবিক সত্তা বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বোঝানো হয়েছে, যারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ব্যাংকের ২ শতাংশ বা তার বেশি শেয়ার ধারণ করেন বা অন্য কোন উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করেন। এছাড়াও, যদি অন্য কোনো ব্যক্তি ব্যাংকের শেয়ার ধারণকারীকে (আইনগত সত্তা) সরাসরি এবং/অথবা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, তবে সেই ব্যক্তিগণ, যারা ঐ আইনগত সত্তার সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণকারী, তারাও UBO হিসেবে বিবেচিত হবেন। ব্যাংকগুলোকে প্রতি ত্রৈমাসিকে পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে UBO সম্পর্কিত তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রদান করতে হবে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংস্কার

পূর্ববর্তী বছরের ধারাবাহিকতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে Memorandum of Understanding (MoU) এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সার্বিক অবস্থা তদারকি করা হয়।

উক্ত সমঝোতা স্মারকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণ, শ্রেণিকৃত ঋণ হ্রাস, লোকসানি শাখা হ্রাস, শ্রেণিকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণের বিপরীতে নগদ আদায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যাংকগুলোর অর্জন পর্যালোচনা করা হয়। তবে, ব্যাংক ও আর্থিক খাতের সংস্কার অধিকতর জবাবদিহিমূলক এবং কর্পোরেট গভর্নেন্স নিশ্চিতকরণার্থে ২০২৫-২০২৭ মেয়াদে বাস্তবমুখী লক্ষ্যমাত্রাসূমহ যেমন: ব্যাংকগুলোর দায়-সম্পদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অর্জন, শ্রেণিকৃত ঋণ হ্রাসকরণ, শ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে নগদ আদায় নিশ্চিতকরণ, পরিচালন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, উচ্চ সুদবাহী আমানত কাঙ্খিত মাত্রায় হ্রাসকরণ, বৃহদাংক ঋণ গ্রহীতাদের একক গ্রাহক ঋণসীমা শর্তযুক্তকরণ, ঋণ প্রবৃদ্ধির শতকরা ৬০ ভাগ এসএমই গ্রাহকের অনুকূলে বিতরণ, লোকসানি শাখা হ্রাসকরণ এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণসহ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও, রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে সুশাসন নিশ্চিতকল্পে ব্যাংকগুলোর পর্ষদ সভায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিয়োজিত পর্যবেক্ষক এর মাধ্যমে উত্থাপিত পর্যবেক্ষণসমূহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব পর্যালোচনায় আর্থিক খাতের সামগ্রিক স্থিতিশীলতা সুসংহতকরণের স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ধারা ১৬(২)(ডি) অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির বিপরীতে আইসিবি-এর অনুকূলে গত ২৭/১১/২০২৪ তারিখে ডিমান্ড লোন হিসেবে ১৮ মাস মেয়াদি ৩,০০০.০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম নীতিমালা অনুসরণ

সুসংহত ও ঝুঁকি সহনশীল ব্যাংকিং খাত বিনির্মাণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে ব্যাসেল-৩ নীতিমালা বাস্তবায়ন করছে। ব্যাসেল-৩ নীতিমালার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি সংযোজনী ৫.২-এ দেয়া হলো।

পেমেন্ট সিস্টেমের অগ্রগতি

আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা এবং কার্যকারিতার জন্য একটি নিরাপদ এবং দক্ষ পেমেন্ট সিস্টেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশে একটি জনস্বার্থমুখী আধুনিক, কার্যকর ও পুঁজি গঠনে সহায়ক পেমেন্ট সিস্টেমস্ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংযোজনী ৫.৩ এ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম সংযোজনী ৫.৪-এ উল্লেখ করা হলো।

পুঁজি বাজার

পুঁজি বাজারের সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) আইন ও বিধিবিধান সংস্কারসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিএসইসি কর্তৃক গৃহীত কতিপয় কার্যক্রমসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পুঁজিবাজারে কোন Initial Public Offer (IPO) এর মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ না হলেও ০১টি রাইট ইস্যুর মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ হয়েছে ৩০২.৮২ কোটি টাকা। এ সময়ে বিএসইসি ১১টি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, ১টি কোয়ালিফাইড ইনভেস্টর এবং ১৫টি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মাধ্যমে যথাক্রমে ৪,৬৭১.০০ কোটি টাকা, ৫.০০ কোটি টাকা এবং ১,১৯৩.৬৪ কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে;
- সিকিউরিটিজের জোগান বৃদ্ধি ও শেয়ার লেনদেনে কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে বিএসইসি পুঁজিবাজারে আরও ০৮টি স্টক ব্রোকার শাখা অফিস, ০১টি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি, ০১টি ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী, ০৮টি ট্রাস্টি, ২২টি ডিজিটাল বুথ এর অনুমোদন এবং ২৪৫টি অনুমোদিত প্রতিনিধি নিবন্ধন সনদ ইস্যু করেছে;
- সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘনকারী বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৯৮৭টি এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২২৯ জনকে জরিমানা, ৬৮৪ জনকে সতর্ক করা হয়েছে এবং ৭৪ জনকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে;

- সকল ধরনের ডেট সিকিউরিটিজ ও সুকুক (Sukuk) এর সেকেন্ডারী লেনদেনের জন্য Yield based trading platform তৈরী করা হয়েছে;
- ইটিএফ (Exchange Traded Fund) চালু করার জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) বিধিমালা, ২০১৫ এ সংশোধনী আনা হয়েছে, যেখানে প্রতিটি IPO-তে ETF ইস্যুকারী সম্পদ ব্যবস্থাপকদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য ১% কোটা বরাদ্দের বিধান রয়েছে।

পুঁজি বাজার পরিস্থিতি

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই)

দেশের দু'টি পুঁজি বাজারের মধ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০২৪ সালের জুন মাসের ৬৬০টি থেকে কমে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে ৬৫৬টি-তে দাঁড়ায়। ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,৬৭,৫৭৭.৮০ কোটি টাকায়, যা ৩০ জুন ২০২৪ এর তুলনায় ৬.২৮ শতাংশ বেশী। ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬,৬২,১৫৫.৮৯ কোটি টাকা, যা ০.০২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৬,৬২,২৭১.০৮ কোটি টাকায়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি'র ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০২৪ সালের জুন শেষে ছিল ৫,৩২৮.৪০ পয়েন্ট, যা ৯.২০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে দাঁড়ায় ৪,৮৩৮.৩৯ পয়েন্টে। ডিএসই'র মূল্য-আয় অনুপাত (পি/ই) ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে দাঁড়ায় ৯.৩৪ এ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১০.২২। সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিস্তারিত সারণি ৫.৭ এবং বাজার মূলধন ও ব্রড ইনডেক্স এর গতিধারা লেখচিত্র ৫.৫ এ দেখানো হলো।

সারণি ৫.৭: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

অর্থবছর	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও*	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স)
২০১২-১৩	৫২৫	১৫	৯৮৩৫৮.৯৭	২৫৩০২৪.৬০	৮৫৭০৮.৯৭	৪১০৪.৬৫
২০১৩-১৪	৫৩৬	১৩	১০৩২০৭.৬৪	২৯৪৩২০.২৩	১১২৫৩৯.৮৪	৪৪৮০.৫২
২০১৪-১৫	৫৫৫	১৬	১০৯১৯৫.০৫	৩২৪৭৩০.৬০	১১২৩৫১.৯৫	৪৫৮৩.১১
২০১৫-১৬	৫৫৯	১১	১১২৭৪১.০০	৩১৮৫৭৪.৯৩	১০৭২৪৬.০৭	৪৫০৭.৫৮
২০১৬-১৭	৫৬৩	৯	১১৬৫৫১.০৮	৩৮০১০০.১০	১৮০৫২২.২১	৫৬৫৬.০৫
২০১৭-১৮	৫৭২	১১	১২১৯৬৬.৫১	৩৮৪৭৩৪.৭৮	১৫৯০৮৫.১৯	৫৪০৫.৪৬
২০১৮-১৯	৫৮৪	১৫	১২৬৮৫৭.৪৮	৩৯৯৮১৬.৩৮	১৪৫৯৬৫.৫৪	৫৪২১.৬২
২০১৯-২০	৫৮৯	৫	১২৯৯৮১.৪০	৩১১৯৬৬.৯৮	৭৮০৪২.৭৮	৩৯৮৯.০৯
২০২০-২১	৬০৯	১৫	১৩৯৭৩৪.৪০	৫১৪২৮২.১৩	২৫৪৬৯৭.০৪	৬১৫০.৪৮
২০২১-২২	৬২৫	১৬	১৫২১৫৯.২৮	৫১৭৭৮১.৬৯	৩১৮৬০৭.০২	৬৩৭৬.৯৪
২০২২-২৩	৬৫৩	৯	৪১৭৭৭৭.৮৯	৭৭২০৭৮.০৪	১৯১০৮৭.৪৭	৬৩৪৪.০৯
২০২৩-২৪	৬৬০	৯	৪৩৯৯৬১.০৫	৬৬২১৫৫.৮৯	১৪৯৮৬৪.৯১	৫৩২৮.৪০
২০২৪-২৫	৬৫৬	১	৪৬৭৫৭৭.৮০	৬৬২২৭১.০৮	১১১০৩৫.৭২	৪৮৩৮.৩৯

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি, * আইপিও এর সংখ্যা তালিকাভুক্তির তারিখ অনুযায়ী নেয়া হয়েছে।

লেখচিত্র ৫.৫: ডিএসই'র বাজার মূলধন ও ব্রড ইনডেক্স এর গতিধারা

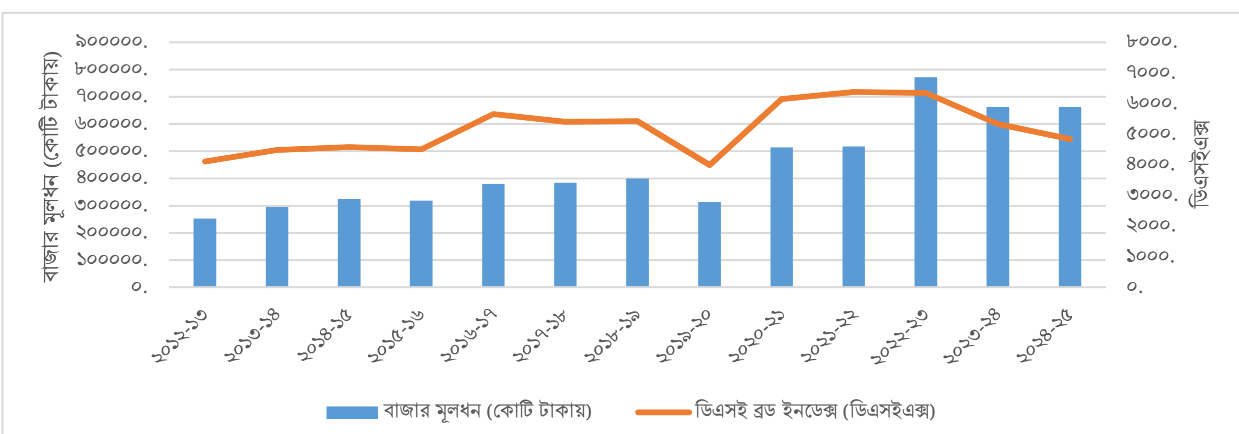

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (সিএসই)

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (সিএসই) এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০২৪ সালের জুন মাসের ৬২৩টি থেকে কমে ২০২৫ সালের ৩০ জুন তারিখে ৬২০টি-তে দাঁড়ায়। ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,৭৮,৭৪৮.৭৮ কোটি টাকায়, যা ৩০ জুন ২০২৪ এর ৪,৪৩,৩০৯.২৫ কোটি টাকার তুলনায় ৭.৯৯ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সিএসই এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬৯১,৫৭৬.০১ কোটি টাকা, যা ০.০৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৬৯১,১৯২.৮২ কোটি টাকায়। সিএসই এর সার্বিক মূল্য সূচক ২০২৪ সালের জুন শেষে ছিল ১৫,০৬৬.৮১ পয়েন্ট, যা ১০.৮১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে দাঁড়ায় ১৩,৪৩৮.৩৮ পয়েন্টে। সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিস্তারিত সারণি ৫.৮ এবং বাজার মূলধন ও ব্রড ইনডেক্স এর গতিধারা লেখচিত্র ৫.৬ এ দেখানো হলো।

সারণি ৫.৮: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি এর সিকিউরিটিজ লেনদেন বিবরণী

অর্থবছর	তালিকাভুক্ত সিকিউরিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাঁকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাঁকায়)	সিকিউরিটিজের লেনদেন এর পরিমাণ (কোটি টাঁকায়)	সিএসই সার্বিক সূচক
২০১৬-১৭	৩০৩	৯	৬০৬৫৭.২	৩১১৩২৪.২৯	১১৮০৭.৫৩	১৫৫৮০.৩৭
২০১৭-১৮	৩১২	১২	৬৫৪০৫.৯১	৩১২৩৫২.১৭	১০৯৮৫.০৬	১৬৫৫৮.৫
২০১৮-১৯	৩২৬	১৬	৭১২৮৯.৪৩	৩২৯৩৩০.২৮	৮৪৮০.১৩	১৬৬৩৪.২১
২০১৯-২০	৩৩২	৪	৭৩৫৮৯.৭৬	২৪৪৭৫৬.৭১	৫৩০৭.৮১	১১৩৩২.৫৮
২০২০-২১	৩৪৮	১৪	৮৩৩৬৫.২৬	৪৩৮৩৬৫.৩৩	১১৬৯১.৩৮	১৭৭৯৫.০৪
২০২১-২২	৩৮১	১২	১০২৩৩৫.৭০	৪৪৮৪১৫.৯৩	১২০৬৯.৮২	১৮৭২৭.৫১
২০২২-২৩	৬১৫	১১	৪১৭০৭৮.৫৯	৭৫৮৫৫০.১৯	৬০৬৫.৫৮	১৮৭০২.২০
২০২৩-২৪	৬২৩	১১	৪৪৩৩০৯.২৫	৬৯১৫৭৬.০১	৭৪৭৮.১৪	১৫০৬৬.৮১
২০২৪-২৫	৬২০	১	৪৭৮৭৪৮.৭৮	৬৯১১৯২.৮২	৪০০৫.৮৬	১৩৪৩৮.৩৮

উৎস: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি।

লেখচিত্র ৫.৬: সিএসই'র বাজার মূলধন ও সার্বিক সূচক এর গতিধারা

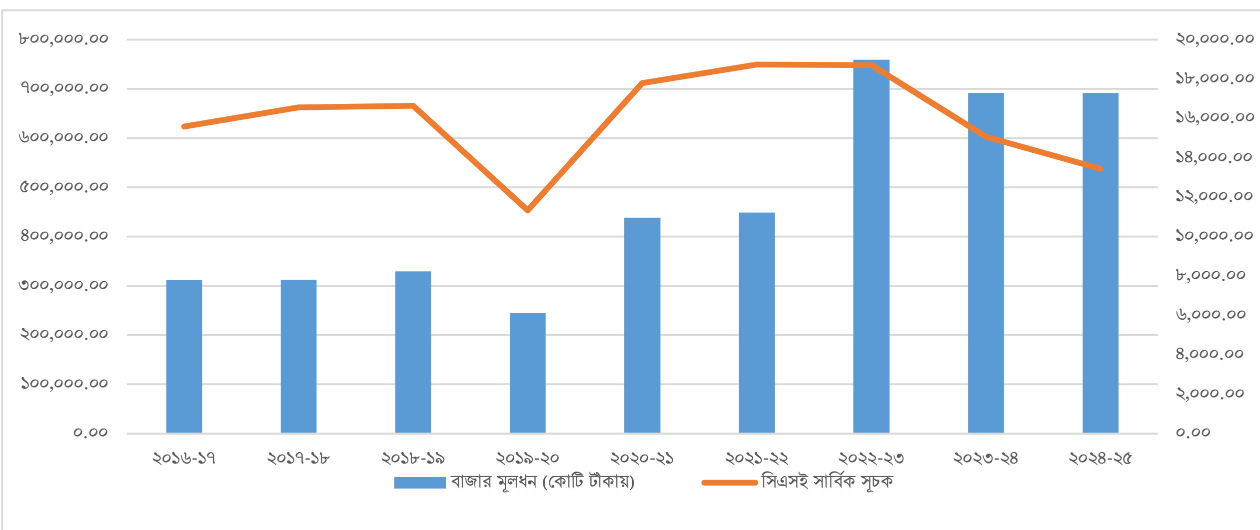

উৎস: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি

সংযোজনী ৫.১
আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion)

- সমাজের সুবিধা বঞ্চিত এবং আর্থিক সেবা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য ন্যূনতম ১০/৫০/১০০ টাকা জমাকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের জন্য ব্যাংকে হিসাব খোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লিখিত হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য কোনরূপ সার্ভিস চার্জ বা ফি আদায় না করার জন্য বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত এ খাতে প্রায় ৩.২৮ কোটি হিসাব খোলা হয়েছে;

- আর্থিক সেবাবঞ্চিত তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ১০ টাকার হিসাবধারী ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষকসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে গঠিত ৫০০.০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিলটি পুনর্গঠন করে ৭৫০.০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ তহবিল হতে একজন গ্রাহক বার্ষিক ৭ শতাংশ হারে এককভাবে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ এবং দলগতভাবে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত ৭৫০.০ কোটি স্কিমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ প্রায় ১৪০০.১৫ কোটি টাকা;

- পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোর এবং সংশ্লিষ্ট এনজিও মনোনীত প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনার শর্তটি পরিবর্তন করে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোর এবং তাদের পিতামাতার যেকোনো একজনের যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের নামে খোলা হিসাবের সংখ্যা এবং উক্ত হিসাবে জমাকৃত টাকার পরিমাণ যথাক্রমে ৩৯,৬৩৩টি এবং ০.৫০ কোটি টাকা (প্রায়);

- জনসাধারণের কাছে ব্যাংকিং সেবাকে ব্যয় সাশ্রয়ী করার পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকার সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ৩১টি ব্যাংক মাঠ পর্যায়ে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত উক্ত ৩১টি ব্যাংক ১৫,৮৩৮টি এজেন্ট কর্তৃক ২১,০২৩টি আউটলেটের আওতায় ২.৪৭ কোটি (প্রায়) হিসাবের মাধ্যমে সারাদেশে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে;

- আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের নীতি নির্ধারকদের (কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানসমূহ) একটি সংস্থা হচ্ছে Alliance for Financial Inclusion (AFI)। ২০০৯ সালের জুন মাস থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে AFI Intergovernmental Organization Special Committee (IGOSC) শীর্ষক AFI'র পরিচালনা পর্ষদের একটি কমিটিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা প্রতিনিধিত্ব করছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক AFI'র সদস্য হিসেবে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে Maya Declaration-এ স্বাক্ষর করে এবং প্রতি বছর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও আর্থিক শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে। এছাড়া, দেশের যুব সমাজের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৪ সালে AFI এর The Global Youth Financial Inclusion Award অর্জন করে;

- সর্বস্তরের জনগণের মাঝে আর্থিক সাক্ষরতা বিস্তারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০২২ সালে Financial Literacy Guidelines for Bank & Financial Institutions প্রণয়ন করা হয়, যার আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশব্যাপী আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি আয়োজন, আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক থিমেটিক ক্যাম্পেইন ও আর্থিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপনসহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু করে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক দেশব্যাপী সর্বমোট ৬,২৪৩টি আর্থিক সাক্ষরতা প্রোগ্রাম আয়োজিত হয়েছে, যার মাধ্যমে ৪,৬১,৯৪৮ জনকে আর্থিক সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে;

- জামানত হিসেবে অস্থাবর সম্পত্তির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ৩০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বিশ্বব্যাংক গ্রুপের ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)-এর সমন্বয়ে 'Secured Lending and Movable Collateral Registry Reform Project' নামক পাঁচ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। স্থানান্তরযোগ্য

কিংবা অস্থাবর সম্পদকে জামানত হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য অস্থাবর সম্পত্তি চিহ্নিতকরণ, জামানত হিসেবে এর মূল্য নির্ধারণ ও নিবন্ধন করাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। সুরক্ষিত লেনদেন (অস্থাবর সম্পত্তি) আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯ এর অধীনে সরকার কর্তৃক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

- অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই আর্থিক খাতের উন্নয়ন এবং দেশের সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ০২ জুন ২০২২ তারিখে ১০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়, যা পরবর্তীতে ৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। এ স্কীম গঠনের ফলে, ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এমএফএস, মোবাইল অ্যাপস, ই-ওয়ালেট ও ই-ব্যাংকিং ইত্যাদি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে জামানত ছাড়াই খুব অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাংকে গমন ব্যতীত সর্বোচ্চ ০৬ মাস মেয়াদের জন্য ৫০০ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। স্কিমটির গ্রাহক পর্যায়ে বার্ষিক সুদ হার সর্বোচ্চ ৯%। বাংলাদেশ ব্যাংক চুক্তিবদ্ধ ব্যাংকসমূহের অনুকূলে বার্ষিক ১% সুদে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে থাকে। এ স্কিমের আওতায় জুন ২০২৫ পর্যন্ত ২২,৪৫,৮৩২টি ক্ষুদ্র ঋণের বিপরীতে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে মোট ১,৫২২.৩৩ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;

- অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে দেশের আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮ বছরের কম বয়সের শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং সেবা ও আধুনিক ব্যাংকিং প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করা এবং সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্কুল ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত এ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী, ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত যে কোন শিক্ষার্থী তার পিতা-মাতা/অভিভাবকের সহায়তায় ন্যূনতম ১০০ টাকা জমার মাধ্যমে স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খুলতে পারে। স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারীদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও দক্ষতা অনুযায়ী আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে (Income-generating Activities) নিজেদেরকে নিয়োজিত করার জন্য স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণের সুবিধা রয়েছে। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৪,৭৯,৭৮২টি স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খোলা হয়েছে, যার বিপরীতে মোট জমার পরিমাণ ২,০৭৪.৬৯ কোটি টাকা (প্রায়)। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৬ মার্চ ২০২৫ তারিখের একটি সার্কুলার এর মাধ্যমে বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে তাদের প্রতিটি শাখার নিকটবর্তী কমপক্ষে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কুল ব্যাংকিং সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সংযোজনী ৫.২
ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন

সুসংহত ও ঝুঁকি সহনশীল ব্যাংকিং খাত বিনির্মাণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে ব্যাসেল-৩ নীতিমালার আওতায় মূলধন সংরক্ষণ ও তারল্যের মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ব্যাসেল-৩ নীতিমালা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং ডিসেম্বর ২০১৯ এ তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে। এতদপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাসেল কাঠামো বাস্তবায়নের আওতায় ডিসেম্বর ২০১৪ এ রোডম্যাপসহ মূলধন পর্যাপ্ততার সংশোধিত গাইডলাইন্স জারি করে। ব্যাংক খাতকে অধিকতর স্থিতিশীলতা প্রদানের পাশাপাশি এর ঝুঁকি সহনশীলতা বাড়ানো এবং ব্যাংকসমূহকে একক ও সামগ্রিকভাবে ভবিষ্যত ব্যাংকিং খাতে উদ্ভূত আর্থিক বা অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় প্রস্তুত করাই ব্যাসেল-৩ এর মূল লক্ষ্য।

ব্যাসেল-৩ নীতিমালায় ব্যাংকসমূহের জন্য সংরক্ষিতব্য মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণের পাশাপাশি মূলধনের গুণগত মানের উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ব্যাংকসমূহকে ন্যূনতম মূলধন হিসেবে মোট Risk-weighted Asset (RWA) এর কমপক্ষে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ করতে হয় যার মধ্যে Tier-1 মূলধন হিসেবে ন্যূনতম ৬ শতাংশ সংরক্ষণ করতে হয়। ব্যাংকসমূহ ব্যাসেল-৩ এর আওতায় ন্যূনতম মূলধনের অতিরিক্ত হিসেবে আপৎকালীন সুরক্ষা তহবিল হিসেবে Capital Conservation Buffer (CCB) সংরক্ষণ করে। বর্তমানে ব্যাংকসমূহের জন্য ২.৫০ শতাংশ হারে CCB সংরক্ষণ করার নির্দেশনা রয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৪ শেষে ৩৭টি ব্যাংক ২.৫০ শতাংশ বা তার অধিক হারে CCB সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

ব্যাসেল-৩ এর আলোকে তফসিলি ব্যাংকসমূহ মার্চ ২০১৫ হতে মূলধন পর্যাপ্ততার প্রতিবেদন/বিবরণী দাখিল করে থাকে। ডিসেম্বর ২০২৪ শেষে ব্যাংকিং খাতে সংরক্ষিত Capital to Risk-weighted Asset Ratio (CRAR) ৭.৩৯ শতাংশ এবং মোট RWA এর তুলনায় সংরক্ষিত Common Equity Tier-1 (CET-1) মূলধনের অনুপাত ৪.৫৫ শতাংশ পরিলক্ষিত হয়েছে। উল্লিখিত সময়ে ৬১টি ব্যাংকের মধ্যে ৪৩টি ব্যাংক ব্যাসেল-৩ নীতিমালার আওতায় প্রয়োজনীয় CRAR এবং ৪৬টি ব্যাংক প্রয়োজনীয় CET-1 মূলধন সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

ব্যাংকিং খাতে Internal Ratings Based (IRB) অ্যাপ্রোচ এর দিকে ধাবিত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক 'Guidelines on Internal Credit Risk Rating System (ICRRS)' সম্পর্কিত নির্দেশিকা জারি করেছে এবং ব্যাংকসমূহের ঋণঝুঁকির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে এতদসংশ্লিষ্ট 'ফিন্যান্সিয়াল মডেল' প্রস্তুত করেছে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ব্যাংকগুলোর সকল ঋণ এক্সপোজার এই ICRRS এর আওতাভুক্ত।

বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাসেল-৩ এর পিলার-২ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ব্যাংকগুলোর Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) বাস্তবায়নে কাজ করছে। ICAAP এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলো সকল বস্তুগত ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ/নিজস্ব পদ্ধতি এবং কৌশল বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক Supervisory Review Evaluation Process (SREP) পরিদর্শনকালে ব্যাংকগুলোর ICAAP রিপোর্ট পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে।

ব্যাংকসমূহের সাথে ২০২৩ ভিত্তিক SRP-SREP সভা ও ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২৩টি ব্যাংকের ব্যাসেল-৩ নীতিমালার অন্তর্গত পিলার-১ ও পিলার-২ এর আওতাভুক্ত ঝুঁকির বিপরীতে প্রয়োজনীয় মূলধন ঘাটতি ছিল। এছাড়া, ব্যাংকগুলোর সাথে অনুষ্ঠিত সভার অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, পিলার-২ এর আওতায় ঝুঁকিসমূহের মাঝে Residual Risk, Strategic Risk ও Core Risk এর গুণগত ব্যবস্থাপনা ছিল ব্যাংকগুলোর জন্য প্রধান উদ্বেগের বিষয়।

সংযোজনী ৫.৩
পেমেন্ট সিস্টেমের অগ্রগতি

আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা এবং কার্যকারিতার জন্য একটি নিরাপদ এবং দক্ষ পেমেন্ট সিস্টেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংকিং সেবার আওতাভুক্ত জনগণের লেনদেন ও নিষ্পত্তি সেবা সহজীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যবহারযোগ্য পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম তথা বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসিপিএস), বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন), ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি) এবং টাকা পে কার্ড স্কিম (যা এনপিএসবি এর মাধ্যমে সম্পাদিত হয়) চালু করেছে। এছাড়া, বৃহৎ-মূল্য (একলক্ষ ও ততোধিক) তৎক্ষণাৎ পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (বিডি-আরটিজিএস) সিস্টেম রয়েছে।

মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) এ বর্তমানে নয়টি ব্যাংক, তিনটি ব্যাংকের অঙ্গ সংস্থা এবং বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীন প্রতিষ্ঠান 'নগদ' বিকল্প লেনদেন পরিষেবা প্রদান করছে। ব্যক্তিক লেনদেনের ও মোবাইল হিসাবের মাধ্যমে মার্চেন্ট পেমেন্ট দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর তথ্য অনুযায়ী, এমএফএস নেটওয়ার্কে রয়েছে ১৮ লাখের বেশি এজেন্ট এবং ২৪ কোটির বেশি নিবন্ধিত ব্যবহারকারী, যার মধ্যে ৮.৭ কোটির বেশি অ্যাকাউন্ট সক্রিয়ভাবে লেনদেন করছে। এ সময়ে এমএফএস মাধ্যমে গড়ে প্রতিদিন লেনদেনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫,৮৮০ কোটি টাকা।

পেমেন্ট সিস্টেম সংক্রান্ত কার্যক্রম

- দেশব্যাপী কার্যকর, নিরাপদ এবং নগদবিহীন (Cashless) লেনদেনকে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক দুটি প্রধান শ্রেণিতে ফিনটেক প্রতিষ্ঠান তথা পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডারস (পিএসপি) এবং পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটরস (পিএসও)-কে লাইসেন্স প্রদান করেছে। বর্তমানে ১২টি পিএসও এবং ৯টি পিএসপি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে এবং আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদানের বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রিপেইড ইনস্ট্রুমেন্ট (যেমন: ডিজিটাল ওয়ালেট, উপহার কার্ড, নগদ ভাউচার ইত্যাদি) ব্যবহারে আর্থিক ও কার্যক্রমগত ঝুঁকি হ্রাস এবং গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণ, ব্যক্তির ঋণ গ্রহণ বা পরিশোধ সক্ষমতা মূল্যায়ন, বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রেডিট ব্যুরো প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স প্রক্রিয়া সহজতর করণসহ কার্যক্রম তদারকি করতে এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে গাইডলাইনস প্রণয়ন করেছে।

- আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি, লেনদেন ব্যয় হ্রাস এবং একটি নিরাপদ ডিজিটাল পেমেন্ট ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় কার্ড স্কিম টাকা-পে চালু করেছে। টাকা-পে কার্ডের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা এটিএম থেকে নগদ টাকা উত্তোলন, পিওএস-এর মাধ্যমে কেনাকাটা, কিউআর কোড ব্যবহার করে পেমেন্ট, অর্থ স্থানান্তর, ই-কমার্স লেনদেনসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক পেমেন্ট প্রভৃতি সম্পাদন করতে পারেন। টাকা-পে কার্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন লেনদেন বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (NPSB) এর মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। বর্তমানে ১৫টি ব্যাংক তাদের গ্রাহকদের জন্য টাকা-পে ডেবিট কার্ড ইস্যু করছে।

- বাংলা কিউআর একটি আন্তঃক্রিয়াশীল কিউআর-ভিত্তিক খুচরা পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম। 'ক্যাশলেস বাংলাদেশ ইনিশিয়েটিভস'-এর আওতায় সারাদেশে মাইক্রো এবং সাধারণ ব্যবসায়ীদের বাংলা কিউআর চ্যানেলের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বাংলা কিউআর চ্যানেলের মাধ্যমে সারাদেশে ৩,৬৪,১৪৩ জন সক্রিয় ব্যবসায়ী অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, যার মধ্যে ২,৪৬,১৪৬ জন হচ্ছেন স্মল ও মাইক্রো-মার্চেন্ট।

- পেমেন্ট, ক্লিয়ারিং এবং সেটেলমেন্ট ব্যবস্থার তদারকি ও কার্যকারিতা জোরদার করতে এবং আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি হ্রাস করে গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষায় জাতীয় সংসদে 'পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেম আইন, ২০২৪' পাস হয়েছে। পিএসপি এবং পিএসও-দের মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটি বৃদ্ধি পেয়েছে, যা লেনদেনকে সহজতর করেছে, উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করছে এবং আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধিতে ব্যবসায়ীদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে ডিজিটাল পেমেন্ট সেবা আরো সহজলভ্য হচ্ছে।

সংযোজনী ৫.৪

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে তরান্বিতকরণের লক্ষ্যে নতুন ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলা এবং আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে সাহায্য করেছে। গৃহীত উদ্যোগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিএফআইইউ বিভিন্ন ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ৩,১২,৫৪,৪২৬টি নগদ লেনদেন রিপোর্ট (সিটিআর) এবং বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হতে ২০,৫২৪টি সন্দেহজনক লেনদেন এবং ৯,৬৭৫টি কার্যক্রম রিপোর্ট (এসটিআর/এসএআর) গ্রহণ করেছে। সাধারণত সিটিআর/এসটিআর/এসএআর-সমূহ বিএফআইইউ কর্তৃক পর্যালোচনাপূর্বক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তদন্ত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

- উল্লিখিত সময়ে বিএফআইইউ কর্তৃক সরাসরি প্রেরিত পত্রযোগে অথবা নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট হতে ৪৮৮টি অভিযোগ গৃহীত হয়েছে।

- রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হতে প্রাপ্ত সিটিআর/এসটিআর ও বিভিন্ন উৎস হতে গৃহীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বিএফআইইউ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ১৯৯টি গোয়েন্দা প্রতিবেদন তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে।

- বিএফআইইউ বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মানি চেঞ্জারসমূহ এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে মোট ১৭৬টি নিয়মিত পরিদর্শন ও ৫৫টি বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করেছে।

- বিএফআইইউ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সাথে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট ১,২৮৮টি তথ্য বিনিময় করেছে।

- বিভিন্ন দেশের এফআইইউ হতে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন এবং ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্যাদি সরবরাহের ৩৬টি অনুরোধের বিপরীতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিএফআইইউ মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্যাদির জন্য বিভিন্ন দেশের এফআইইউতে মোট ১৭৪টি অনুরোধপত্র প্রেরণ করেছে এবং প্রাপ্ত তথ্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থায় প্রেরণ করেছে।

- মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা জোরদারের লক্ষ্যে বিএফআইইউ বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন- এপিজি, এগমন্ট গ্রুপ, এফএটিএফ, বিমসটেক, ইউএনওডিসি, এডিবি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও আইএমএফ এর মতো সংস্থাগুলোর সাথে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রেখেছে। বাংলাদেশ সরকার ও বিএফআইইউ-এর কর্মকর্তাগণ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উল্লিখিত সংস্থাসমূহ এবং বিভিন্ন বিদেশি এফআইইউ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে বিএফআইইউ বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থা কতৃর্ক আয়োজিত সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে।

- ব্যাংকসহ অন্যান্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী ও তদারককারী সংস্থার কর্মকর্তাগণের জন্য মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিসংক্রান্ত কার্যক্রম বিএফআইইউ কর্তৃক অব্যাহত রাখা হয়েছে। এছাড়াও, বিএফআইইউ বিভিন্ন সংস্থার সাথে যৌথভাবে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজন করেছে।